দৈনিক ইনকিলাব
C62
12 JUL 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

—মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ব্যবস্থায় চারটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যথা—

(১) শিক্ষক (২) পাঠ্যসূচী (৩) ছাত্র ও (৪) শিক্ষাগার।

(১) শিক্ষকঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষকের উপর। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বপ্রথম শিক্ষক হলেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি এরশাদ করেছেন— "আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।" (ইবনে মাজাহ্)

তিনি শিক্ষকরূপে তাঁর দায়িত্ব পালনের পূর্বক্ষণে মক্কাবাসীকে একত্রিত করে একটি প্রশ্ন করেন "আমি আপনাদের মধ্যে জীবনের একটা বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছি। আপনারা আমাকে কেমন পেয়েছেন?"

মক্কাবাসী উত্তর দিল, "চরিত্র মাধুর্যে আপনার স্থান সর্বোচ্চে, আপনি অদ্বিতীয়, আপনি অঙ্গীকার রক্ষাকারী, আপনি আল-আমীন বা বিশ্বস্ত। আমরা সারা জীবন আপনার নিকট থেকে সত্যবাদীতাই পেয়েছি এর ব্যতিক্রম কিছু কোন দিনই পাইনি।"

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান পূত-পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "হে রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরশাদ করেছেন—

"চরিত্র মাধুর্যের, পরিপূর্ণতার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" বস্তুত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেভাবে শিক্ষকতার এ মহান ও পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আর যে আন্তরিকতা, প্রেরণা, কঠোর পরিশ্রম, প্রীতি-ভালবাসা এবং সহানুভূতির সঙ্গে তিনি এই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন—

"যদি এই লোক সকল পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান না আনে তবে মনে হয় আপনি তাদের জন্য দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন।" বস্তুত কোন শিক্ষক যতক্ষণ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য এবং মিশনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ব্যাপৃত না করবে, যতক্ষণ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ না করে দেবে সে পর্যন্ত এই পর্যায়ে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হবে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ এই জন্যই সমগ্র মানবজাতির জন্যে অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় বলে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা [illegible]

(২) পাঠ্যসূচীঃ

অতীতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সঠিক মানুষরূপে তৈরী করা। পাঠ্যসূচী এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। যেমন (১) পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত (২) পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার তালীম (৩) হেকমতের শিক্ষা (৪) আত্মসংশোধন। এই পর্যায়ে সর্বপ্রথম কর্মসূচী ছিল প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পবিত্র কোরআন পাঠ করার তালীম। যেন প্রত্যেক মুসলমান তার বয়স যাই হোক, শুদ্ধ করে পবিত্র কোরআন পাঠ করতে পারে। সেই যুগে এটি ছিল একটি আন্দোলন। পবিত্র কোরআন পাঠ করাই ছিল তখন মর্যাদা লাভের মানদণ্ড। আরবদের মধ্যে কাব্যচর্চা, কবিতা আবৃত্তি ছিল গুণী-জ্ঞানী হওয়ার এবং আভিজাত্যের লক্ষণ। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এতে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। কাব্যচর্চার স্থলে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত স্থান পেল। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) একবার তাঁর আমলে মুসলিম জাহানের কবিদেরকে চিঠি লিখলেনঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর সর্বশেষ যে কবিতাটি রচনা করেছেন তা প্রেরণ করুন। সে সময়ের বিখ্যাত কবি জরীর পবিত্র কোরআনের সূরায়ে বাকারার সর্বশেষ আয়াতসমূহ লিখে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি চিঠিতে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে জানালেন যে, যখন থেকে পবিত্র কোরআন পেয়েছি তখন থেকে কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছি।

যাহোক, কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানদের জীবনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান শিক্ষার এই ফলশ্রুতি দেখা দিল যে, সকলেই পবিত্র কোরআন শুদ্ধ করে পাঠ করতে পারে। শুধু তাই নয়, সকলেই পবিত্র কোরআন পাঠ করতে থাকে।

আমাদের দেশেও পবিত্র কোরআন পাঠের এই পাঠ্যসূচী (মুসলমানদের জন্য) গ্রহণ করা যেতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের প্রতিটি মুসলমানকে পবিত্র কোরআন পাঠের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এই পর্যায়ে কর্মসূচী হলো এই (১) আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় পবিত্র কোরআন পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য তথা বাধ্যতামূলক করা, যাতে প্রতিটি শিশু প্রাথমিক পর্যায়ে শুদ্ধ করে পবিত্র কোরআন পাঠ করতে পারে (২) এই পর্যায়ে আর একটি কাজ হলো পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার সারাংশকে সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করা এবং বিষয় ভিত্তিক ছাত্রদেরকে তা শিক্ষা দেয়া।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে শুধু পবিত্র কোরআন পাঠ করার শিক্ষাই দেয়া হতো না, বরং তার হেদায়াতসমূহ, বিধিনিষেধসমূহ, এক কথায় পবিত্র কোরআনের মর্ম কথাও শিক্ষা দেয়া হতো। পবিত্র কোরআনের [illegible]

কর্মসূচী হলো হেকমতের শিক্ষা। এই পর্যায়ে ইমাম মালেক (রাঃ)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, হেকমতের ব্যাখ্যা হলো আল্লাহর দ্বীনের পরিচিতি লাভ করা, ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সেই শিক্ষাকে মেনে চলা।

ইমাম শাফীর (রঃ) মতে, হেকমত হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত বা মহান আদর্শের অনুসরণ। ইমাম রাজী (রঃ) হেকমতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কোরআনের বিধি-নিষেধ শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং মানবতার কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তা শিক্ষা দেয়া।

পূর্বোল্লেখিত মনীষীদের কথায় একথা প্রমাণিত হলো যে, এই কর্মসূচীতে কোরআন ও হাদীসসহ মানুষের কল্যাণের জন্য তথা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্যের জন্য যে সব বিষয় উপকারী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

অতএব এই পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ, রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার ব্যবস্থা, পরস্পরের সম্পর্ক, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, তাহজীব তামদ্দুন, চরিত্র গঠন, যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা মানবতার কল্যাণের জন্য উপকারী তার সবই হেকমতের ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

মূলতঃ হেকমত হলো দ্বীন ইসলামের প্রাণ। অতএব, আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি হেকমতের পাঠ্যসূচী গ্রহণ করা হয়, তবে এর ফলশ্রুতিস্বরূপ আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, বিচারক, প্রশাসক, জনগণের সেবক— এক কথায়, সকলেই কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে আর অজ্ঞ থাকবে না বরং এ ব্যাপারে পারদর্শী হবে। তারা পৃথিবীর যে কোন দেশেই গমন করুক, ইসলামের সেবক ও প্রচারক হবে।

এই সেই পাঠ্যসূচী যার অনুসরণের কারণে প্রত্যেক মুসলমান ইসলামের প্রচারক হতেন। দেশ-বিদেশে মুসলমান ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের জন্য ভ্রমণ করতেন এবং ইসলামের প্রচার ও তবলীগ করতেন।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার চতুর্থ কর্মসূচী হলো আত্মসংশোধন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এর তাগিদ করেছেন অর্থাৎ মানুষের চরিত্র গঠন, নিয়ত-উদ্দেশ্য সঠিক করা, মনের যাবতীয় রোগ দূরীভূত করা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা, অহংকার প্রভৃতি দোষসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা, এসবই হলো আত্মসংশোধনের কর্মসূচী। তার পাশাপাশি সহমর্মিতা, পরোপকার, দয়ামায়া, ত্যাগ-তিতীক্ষা, সত্যবাদীতা, অল্পে সন্তুষ্টি, ধৈর্য-সহনশীলতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করা— এই আত্মসংশোধনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু [illegible]

তার আমলের মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষার বাস্তবায়ন হতে হবে। যখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করবে তথা তাদের চালচলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তখনই শিক্ষার স্বার্থকতা প্রমাণিত হবে।

শিক্ষাগারঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদসমূহে শিক্ষাগারে পরিণত হয় এবং মদীনায়ে তৈয়্যেবার মসজিদে নববী ইতিহাসের সর্বপ্রথম শিক্ষাগার ছিল। এর অনুসরণে সমগ্র মুসলিম জাহানের মসজিদসমূহ শিক্ষাগারে পরিণত হয়। তদানীন্তনকালে কোরআন ও সুন্নতের এলম অর্জন করা আভিজাত্যের তথা মর্যাদা লাভের কারণ হতো। মানবতার মান উন্নয়নে, সভ্যতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধনে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন তার শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা এই মসজিদসমূহে। পবিত্র কোরআনে এই মসজিদ সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছেঃ

অর্থাৎ সে মসজিদ যার বুনিয়াদ রাখা হয়েছে তাকওয়া পরহেজগারীর উপর। মূলতঃ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথাই হলো তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করা। মানবতার কল্যাণ সাধন করা। দুঃখী মানুষের দুঃখ নিরসন করা।

মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উন্নতি সাধন করা তথা মানুষকে সঠিক মানুষ রূপে গড়ে তোলা। এর জন্যে প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে অশান্তি বিরাজমান রয়েছে তার জন্যে প্রায়ই সুধী সমাজকে দুঃখ করতে দেখা যায়। কিন্তু এই অশান্তির কারণ কি তা চিন্তা ও গবেষণা করার অবসর এবং মেজাজ কারোর নেই। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে প্রভাব পড়েছে তা আজ চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছেন।

এতদ্ব্যতীত সমাজবাদী চিন্তাধারা ছাত্র সমাজকে যেভাবে প্রভাবান্বিত করছে তাও বর্তমান অশান্তির অন্যতম কারণ। একথা বিনাদ্বিধায় বলা যেতে পারে যে ছাত্র সমাজের সম্মুখে যে মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকা দরকার তা আজ নেই। অতএব লক্ষ্য হারা একটি দলকে যে কোন মতবাদের চাকচিক্য আকৃষ্ট করতে পারে। আর তাই হয়েছে বর্তমান অশান্তির কারণ।

প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে সর্বপ্রথম মানুষের সামনে তার জীবন সাধনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হতো। অতঃপর এই উদ্দেশ্য হাসিল করার পথও নির্দেশ করা হতো। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি লাভ আর এই উদ্দেশ্য সফল করার পন্থা হলো আত্মসংশোধন, তথা নৈতিক মানোন্নয়ন আর এর পন্থা হলো তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন, যার একমাত্র পূর্বশর্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ। যে কথাটি স্মরণযোগ্য তা হলো হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় প্রশাসক, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের ন্যায় সেনাপতি, হযরত আলী (রাঃ)-এর ন্যায় সুবিচারক, হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ)-এর ন্যায় সুদক্ষ রাজনীতিবিদ যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন সেই মসজিদে নববী, আর যিনি শিক্ষক ছিলেন সেই মহামানব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যে পাঠ্য বই তাঁরা পাঠ করেছেন তাও হলো পবিত্র কোরআন। অথচ বর্তমান পৃথিবীর পাঁচশত কোটি [illegible]